ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনিই পাঠ-পরিকল্পনা করেন এবং তার বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। পাঠদান প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের কী কী করণীয় এবং করণীয় নয় তা তিনি নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শিক্ষার্থীদের নিজস্ব কিছু করণীয় নেই। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের অনেক কিছুই করতে হয়। শিক্ষক কেবল শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সুসংগঠিত করেন এবং সুস্পষ্ট রূপ দেন। শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়া এবং সৃজনশীলতা প্রকাশে কোনো বাধার সৃষ্টি করা হয় না।

শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত পাঠদানের বিভিন্ন কৌশল (Types of Teacher Controlled Instruction)

শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত পাঠদানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

(i) বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method),
(ii) প্রদর্শন বা পতিপালন পদ্ধতি (Demonstration Method),
(iii) দলগত পাঠদান (Team Teaching),
(iv) সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠদান (Activity Based Instruction)।

(i) বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method)

সরল ও নমনীয়তার কারণে এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এখানে শিক্ষকের নির্দিষ্ট সময়ে একসঙ্গে বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীকে অনেক বেশি বিষয়ে শেখানোর সুযোগ থাকে। কোনো কোর্স বা অধ্যায়কে প্রয়োজনীয় পটভূমিসহ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে সক্রিয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। এ ছাড়া শিক্ষক বহু তথ্য, পদসমূহের ব্যাখ্যা, ধারণা, নীতি, তত্ত্ব সরবরাহ করতে বা শিক্ষার্থীদের বিষয়কে বুঝতে, অর্থবহ করে তুলতে এবং সমস্যাসমাধানে সাহায্য করেন।

বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Lecture Method)

বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল—

- শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি।
- এটি একমুখী। এখানে শিক্ষার্থী অধিকাংশ সময়েই নিষ্ক্রিয় থাকে।

বক্তৃতা পদ্ধতির উন্নয়ন (Development of Lecture Method)

বক্তৃতা পদ্ধতির বড়ো সমস্যা হল এটি একমুখী। সর্বদাই শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মনোযোগকে ধরে রাখতে হয়। এই সমস্যা দূরীকরণে তাঁকে শিক্ষণ দক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উদ্দীপনায় বৈচিত্র্য (Stimulus Variation)-এর সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। উদ্দীপনায় বৈচিত্র্য আনয়নে আটটি নীতি বা কৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়। এগুলি হল—

(i) **গতি (Movement):** শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনমতো চলাফেরা করবেন। স্থাণুর মতো টেবিলে হাত দিয়ে চোখ নীচু করে পড়াবেন না। আবার সর্বদাই শ্রেণিকক্ষে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চলাফেরা করবেন না। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু করবেন। এই চলাফেরা শুধু হাঁটা-চলা নয়, চোখের দৃষ্টিতেও চলাফেরার সংকেত থাকা প্রয়োজন।

(ii) **অঙ্গভঙ্গি (Gesture):** শিক্ষক প্রয়োজনমতো অঙ্গাভঙ্গি করবেন যাকে আমরা অ-বাচনিক যোগাযোগ বলে থাকি। শিক্ষকের আবেগ বা অনুভূতি এই অঙ্গাভঙ্গির মধ্য দিয়েই অনেক সময় প্রকাশ পায়। অনেক সময় ভাষা ব্যবহারের থেকে অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক গভীরতা পায়।

(iii) **বক্তব্য প্রকাশের মধ্যে বৈচিত্র্য আনা (Modulation):** এখানে শিক্ষক পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনও উচ্চস্বরে কথা বলবেন, আবার কখনও নিম্নস্বরে বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা, দরদ, সহানুভূতি পরিস্ফুট করবেন। আবার কখনও তাঁর কথায় ও আচরণে ক্রোধ ও তিরস্কারের বার্তা বহন করবে। একেই **Modulation** দক্ষতা বলে। তবে এই ক্রোধ বা তিরস্কার যেন আবেগ সংশোধনের বার্তা বহন করে।

(iv) **কেন্দ্রীকরণ (Focussing):** তিন রকমের ফোকাসিং আছে।

(a) ***বাচনিক দৃষ্টি আকর্ষণ (Verbal Focussing):*** এখানে শিক্ষার্থীকে ভাষার মাধ্যমে বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর নজর আকর্ষণ করা হয়। যেমন—'ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকাও', 'ডায়াগ্রাম দেখো' ইত্যাদি।

(b) ***অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ (Gestural Focussing):*** এখানে শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর নজর আকর্ষণ করেন, যেমন—ব্ল্যাকবোর্ডে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নীচে দাগ দেওয়া।

(c) ***অঙ্গাভঙ্গি সহ বাচনিক উপায়ে নজর আকর্ষণ (Verbal cum Gestural Focussing):*** এখানে শিক্ষক মহাশয় বাচনিক প্রক্রিয়া এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর নজর আকর্ষণ করবেন। যেমন—মানচিত্রে নির্দিষ্ট স্থানকে চিহ্নিত করে সতর্কতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলা।

(d) ***ইচ্ছাকৃতভাবে চুপ করা (Pausing):*** এখানে শিক্ষক স্ব-ইচ্ছায় খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন, যাতে শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা করতে বা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

(e) ***শ্রবণ-দর্শন (Audio-visual Switching):*** বক্তৃতা আকর্ষণীয় করার জন্য শিক্ষকগণ নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে চলে

যান। যেমন—কিছু সময়ব্যাপী বলার পর শিক্ষক স্লাইড বা OHP-এর সাহায্য নেন।

(f) ***ব্যাখ্যাকরণে দক্ষতা (The Skill of Explanation):*** কিছু সময় ধরে বক্তব্য রাখার পর শিক্ষক নতুন পদ, তত্ত্ব, নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দেবেন যাতে শ্রেণিকক্ষের সব ছাত্ররা বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

বক্তৃতা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা (Disadvantages of Lecture Method)

বক্তৃতা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা হল—

(ক) শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম অংশগ্রহণ।

(খ) যোগাযোগ একমুখী হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ সময় নিষ্ক্রিয় থাকে।

(গ) শিক্ষার্থীদের কৌতূহলী করে তুলতে তাদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দিতে এই পদ্ধতি সক্ষম নয়।

(ঘ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা 'ফিডব্যাক' পায় না।

এছাড়াও আরও কতকগুলি অসুবিধা দেখা যায়, যেমন—

- ভাষার উপর শিক্ষকের দক্ষতার অভাব।
- ধারণা, তত্ত্ব ইত্যাদির থেকে তথ্য সরবরাহ অধিক করা হয়।
- বহু অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার।
- বক্তব্যের দুর্বল সংগঠন, তোতলামি ইত্যাদি।

(ii) প্রতিপাদন পদ্ধতি (Demonstration Method)

এই পদ্ধতিতে তাত্ত্বিক জ্ঞানগুলি ব্যাবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে দক্ষতা বিকাশে প্রতিপাদন পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন রকম দক্ষতা বিকাশে প্রদর্শন পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া নীতি, তত্ত্ব ইত্যাদি অনুধাবনে এই পদ্ধতি সাহায্য করে।

প্রতিপাদন পদ্ধতির প্রকৃতি (Nature of Demonstration Method)

এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, প্রতিপাদন পদ্ধতির ভিত্তি হল প্রতিপাদন যা শিক্ষা-শিখনের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত। প্রতিপাদন বাস্তব বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দ্বারা উপস্থাপন করা যেতে পারে। **প্রতিপাদন** এবং **প্রতিপাদন পদ্ধতি** শব্দ দুটি সদৃশ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ উভয়েই শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার উদ্দেশে শিক্ষার্থীদের সামনে পূর্বপরিকল্পিতভাবে কিছু প্রদর্শন বা উদাহরণ স্থাপন করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। প্রতিপাদন পদ্ধতিতে শিক্ষক যেভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে চান তারই একটি 'মডেল' উপস্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর প্রতিপাদনে কীভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হবে তার প্রক্রিয়া

উল্লেখ করা হয়। কাজেই Demonstration বা প্রতিপাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কতটা শিখেছে তারই মূল্যায়ন হল প্রতিপাদন পদ্ধতির একটি অংশ।

প্রতিপাদনের লক্ষ্য (Objectives of Demonstration)

প্রতিপাদনের প্রধান লক্ষ্য হল কীভাবে কোনো কাজ সম্পন্ন হয় তা দেখানো।

প্রতিপাদনের কৌশল (Technique of Demonstration)

Demonstration-এ বক্তৃতা বা জিজ্ঞাসা বা উভয়ই ব্যবহার করা হয়। বক্তৃতার সময় কী দেখতে হবে, কী ঘটার সম্ভাবনা আছে এবং বা ঘটেছে তা কেন ঘটছে ইত্যাদির প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ উদ্রেক করতে হবে এবং তাদের নজর আকর্ষণ করতে হবে। জিজ্ঞাসা বা 'Enquiry'-র ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'Enquiry'-র দক্ষতা বিকাশ করার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। এর জন্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করা হবে, কী তুমি দেখেছ? কী হবে যখন একটি দেশলাইয়ের কাঠি অক্সিজেন ভরতি জারে প্রবেশ করানো হয়? কেন এটা হবে ইত্যাদি।

প্রতিপাদনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Demonstration)

প্রতিপাদনকে বিশ্লেষণ করে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—

(ক) কিছু করার মধ্য দিয়ে পাঠদান।

(খ) ধারণা, নীতি, জটিল কৌশল এবং বৌদ্ধিক ও সাইকোমোটর দক্ষতা শিক্ষণকে আরও সরল করে তোলে।

(গ) শিক্ষার্থীর নিজেরই অনুশীলন করার ভিত্তি তৈরি হয়।

(ঘ) প্রতিপাদন ব্যবহার করার পূর্বে শিক্ষকের যথেষ্ট প্রস্তুতির প্রয়োজন।

শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher)

প্রতিপাদন পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা হল শিক্ষার্থীদের ধারণা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য সঠিক পরিকল্পনা, সংগঠন এবং তার প্রয়োগ করা। Demonstration-এর মান নির্ভর করে শিক্ষকের প্রস্তুতির মানের উপর।

শিক্ষার্থীদের ভূমিকা (Role of Students)

শিক্ষার্থীদের ভূমিকা হবে Demonstration দেখা, শোনা এবং অনুসরণ করা।

প্রতিপাদন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Demonstration Method)

(ক) শিক্ষার্থীরা যাতে তথ্য, তত্ত্ব এবং ধারণাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে।

(খ) বৌদ্ধিক দক্ষতা যেমন পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নকরণ, ব্যাখ্যাকরণ, প্রকল্প গঠন ইত্যাদি বিকাশের জন্য।

(গ) সাইকোমোটর বা মনশ্চালক দক্ষতার বিকাশ। যেমন—মানচিত্র প্রস্তুত, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, ডায়াগ্রাম, তালিকাকরণ, গ্রাফ প্রস্তুত করা ইত্যাদি।

(ঘ) অডিও-ভিসুয়াল উপকরণ যেমন—ওভারহেড প্রোজেক্টর (OHP), স্লাইড প্রোজেক্টর ইত্যাদি ব্যবহারে দক্ষতা বিকাশ করা সম্ভব।

প্রতিপাদনের সুবিধা (Advantages of Demonstration)

প্রতিপাদনের সুবিধাগুলি হল—

(ক) এই পদ্ধতিতে ব্যয়সংক্ষেপ হয়। শিক্ষকদের জন্য একপ্রস্থ যন্ত্রপাতি হলেই চলে। আমাদের মতো গরিব দেশের বিদ্যালয়ের পক্ষে, যেখানে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্ভব হয় না সেখানে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।

(খ) এই পদ্ধতিতে সময়ের সাশ্রয় হয়। বক্তৃতা পদ্ধতি অপেক্ষা প্রতিপাদন পদ্ধতিতে বেশি সময় লাগলেও অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতির তুলনায় (যেমন—পরীক্ষাগার পদ্ধতি, কর্মসমস্যা পদ্ধতি, সমস্যামূলক পদ্ধতি) এই পদ্ধতিতে সময় কম লাগে।

(গ) প্রতিপাদন পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষককৃত পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি লিখে নেবে। প্রয়োজনমতো ছবি আঁকবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তাই এই পদ্ধতি অন্যান্য প্রাচীন পদ্ধতির তুলনায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলে।

(ঘ) সাধারণ এবং অতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এটি একটি কার্যকরী পদ্ধতি, কারণ শিক্ষার্থীকে এখানে স্বহস্তে পরীক্ষা করতে হয় না।

(ঙ) এই পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুকে সু-পরিকল্পিতভাবে উপস্থাপন করা যায়। অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতির নানারকম সুবিধা থাকলেও বিষয়বস্তুর সামগ্রিকতা এবং ধারাবাহিকতা অনেক সময় বজায় রাখা সম্ভব হয় না; যার ফলে শিক্ষার্থীরা সব অর্জিত জ্ঞানকে পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারে না।

প্রতিপাদনের অসুবিধা (Disadvantages of Demonstration)

প্রতিপাদনের অসুবিধাগুলি হল—

(ক) পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক নয়। সমগ্র পরীক্ষাটি প্রধানত শিক্ষক দ্বারা সম্পাদিত হয় বলে শিক্ষার্থীরা খুব উৎসাহ বোধ করে না।

(খ) ব্যক্তিগত পার্থক্যের নীতি (Individual Difference) অনুসরণ করা এখানে সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার্থীরা তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায় না।

(গ) নিজ হাতে পরীক্ষা করার সুযোগ না থাকায় ব্যাবহারিক দক্ষতা (Laboratory Skill) অর্জনের সুযোগ ঘটে না।

(ঘ) সব ইন্দ্রিয়গুলির চর্চা হয় না। কেবল দর্শন ও শ্রবণের মাধ্যমে বিজ্ঞানের সব রকম তথ্য আয়ত্ত করা যায় না। এ প্রসঙ্গে ***Thurber & Collette***-এর বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য, "Odours require close-up observations. Texture is best determined by touch. Forces are more significant when mascular action is involved"। অর্থাৎ গন্ধ অভিজ্ঞতার জন্য প্রয়োজন হল গন্ধ শোঁকা, স্পর্শ-র জন্য প্রয়োজন স্পর্শ করা। সক্রিয়ভাবে এগুলি করার সুযোগ পেলে আরও ভালো হয়।

(ঙ) শ্রেণিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষককে সর্বদা পরীক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া পরীক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের অত্যুৎসাহ প্রদর্শনের ফলে শ্রেণিকক্ষে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা থাকে।

(চ) প্রশ্নোত্তর ও আলোচনাকালে মেধাবী শিক্ষার্থীরাই এগিয়ে আসে, ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা শিখতে পারল কিনা বা কতটা শিখল তা জানা সম্ভব হয় না।

তবে উপসংহারে বলা যায় যে, একজন সুশিক্ষকের পক্ষে উপরিউক্ত অসুবিধাগুলি দূর করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। প্রতিপাদন পদ্ধতির সঙ্গে প্রয়োজনমতো অন্যান্য শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে অগ্রসর হলে সুফল পাওয়া যায়।

(iii) টিম টিচিং (Team Teaching)

টিম টিচিং (Team Teaching) শব্দটি চালু হয়েছে এই ধারণা থেকে যে, কোনো শিক্ষকের পক্ষে সম্পূর্ণ কোর্স সফলভাবে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব নয়। দুই বা অধিক শিক্ষক তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে সমগ্র কোর্সের বিভিন্ন অংশের উপর পাঠদান করবেন। বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি interdisciplinary বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এটি সর্বোত্তম পদ্ধতি।

টিম টিচিংয়ের বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of Team Teaching)

নিম্নে টিম টিচিংয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করা হল—

(ক) এই পদ্ধতি নমনীয়। বিভিন্ন পদ্ধতিগুলিকে এখানে প্রয়োগ করা হয়। যেমন— অ্যাসাইনমেন্ট, সিডিউলিং, গ্রুপিং ইত্যাদি।

(খ) শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষা অনুরাগীগণ সকলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পাঠদানকে সফল করে তোলেন।